সাইকো সিরাজ!

সাইকো সিরাজ!

শিব্বীর আহমেদ

http:// rokomari.com/nalonda
অথবা
ফোনে অর্ডার করতে ০১৫ ১৯৫২ ১৯৭১
হট লাইন ১৬২৯৭
অথবা
www. boibazar.com
হট লাইন ০৯৬১১২৬২০২০

সাইকো সিরাজ	শিব্বির আহমেদ
প্রকাশক	নালন্দা
	৩৮/৪ বাংলাবাজার (মান্নান মার্কেট)
	তৃতীয় তলা, ঢাকা ১১০০
স্বত্ব	লেখক
প্রচ্ছদ	সজল চৌধুরী
প্রথম প্রকাশ	ফেব্রুয়ারি ২০২৪
মুদ্রণ	শামীম প্রিন্টিং প্রেস
বর্ণবিন্যাস	নালন্দা কম্পিউটার বিভাগ
মূল্য	৩৭৫.০০ টাকা
যুক্তরাষ্ট্র পরিবেশক	মুক্তধারা জ্যাকসন হাইট নিউ ইয়র্ক
ভারত পরিবেশক	নয়া উদ্যোগ

©	Writer
Phycho Shiraj	Shibbir Ahmed
Cover Design	Shajal Chowdhury
First Pubished	February 2024
Publisher	Redwanur Rahman Jewel
	Nalonda
	38/4 Banglabazar (Mannan Market)
	2nd Floor, Dhaka 1100
Price	375.00 Tk only
ISBN	978-984-98389-1-3
E-mail	nalonda71 @gmail.com

উ ৎ স র্গ

আমার প্রয়াত সেজ বোন
হাসনেয়ারা বেগম মিন্টু

লেখকের প্রকাশিত অন্যান্য থ্রিলারঃ
লাকি মাই লাভ
হিরো!
লাকসাম জংশন
আর একবার যদি
দেবদূত!
হিরোর হাতে নীল জোনাকী
জিন, পরি ভালোবাসা
নীল চশমা!

ভূমিকা

যতক্ষণ মানুষের শক্তি সামর্থ্য অর্থ-বিত্ত প্রতিপত্তি থাকে মানুষ নিজেকে ধরা ছোঁয়ার উর্ধ্বে মনে করে। নিজেকে ছাড়া আর কাউকেই কোনো কিছুকেই বিশ্বাস করে না। কাউকেই কোনো মূল্য দেয় না। ভাবে, নিজে যা করে তাই সঠিক। কিন্তু মানুষের কোনো কিছুই চিরস্থায়ী নয়। একটা সময় মানুষ বিশ্বাসের কাছে আত্মসমর্পণ করে।

বিশ্বাস মানুষকে দেয় শান্তি, সুখ ও ভরসা। বিশ্বাস মানুষকে ভালোবাসতে শেখায়। তবে যার যার বিশ্বাস তার তার কাছেই। আমাদের চারদিকে প্রতিদিনই এমন অনেক কিছু ঘটে চলেছে যার অনেক কিছুই আমরা দেখি। আবার অনেক কিছুই আমরা দেখি না। যা দেখি তার অনেক কিছুই আমরা বুঝি না, বুঝতে পারি না বা বুঝতে চাইও না।

এই জগৎ সংসারে কে আপন কে পর কে কি কেউ জানে না।

শিব্বীর আহমেদ
রামপুরা, ঢাকা।

টিএসসির অপরাজেয় বাংলার সামনে নিজের হোন্ডা নিয়ে যাত্রীর জন্য অপেক্ষা করছিল বারেক। বারেকের বাসা রামপুরা টিভি রোডে। রাত সাড়ে নয়টা পার হতে চলেছে। কিন্তু যাত্রী পাচ্ছে না ও। হোন্ডার উপর বসে বসে ভাবছিল আজ কি তাহলে শেষ খ্যাপ ছাড়াই বাসায় যেতে হবে! একশ পঁচিশ থেকে দেড়শ টাকা বোধহয় আর পকেটস্থ হলো না। টিএসসি এলাকায় মানুষ আর মানুষ। বারেকের কাছে মনে হচ্ছিল সারা ঢাকা শহরের মানুষ আজ বাংলা একাডেমি বইমেলায় যোগ দিতে চলে এসেছে। আজ একুশে ফেব্রুয়ারি। বইমেলা শুরু হয়েছে সকাল আটটা থেকে। চলেছে রাত নয়টা পর্যন্ত। একে তো ছুটির দিন তার উপর অমর একুশের বইমেলা। বইমেলাকে ঘিরে মানুষের যেন বাঁধভাঙা স্রোত পুরো এলাকাজুড়ে। কোথাও যেন একবিন্দু জায়গা খালি নেই। চারদিকে নারী, পুরুষ, ছেলে-বুড়ো সবাই যে যার মত করে আনন্দে মেতে আছে। ট্রাফিক নিয়ন্ত্রনণ একেবারেই নেই। যে যার ইচ্ছেমতো হাঁটছে, গাড়িও চলছে যার যার ইচ্ছেমতো। দোকানপাট সবই রাস্তার উপর। হকাররা দখল করে আছে ফুটপাত সহ বেশিরভাগ রাস্তা। সব নিয়মই যেন অনিয়ম হয়ে আছে এখানে।

বারেক একটা বেসরকারি অফিসে ছোটখাটো ক্লার্কের কাজ করে। করোনা মহামারি আর রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে দ্রব্যমূল্যের লাগাম টেনে ধরা যাচ্ছে না। সবকিছুরই মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। শুধুমাত্র চাকরির পয়সা দিয়ে আর সংসার চলছে না। তাই কিছু বাড়তি আয়ের আশায় কাজের শেষে বা ছুটির দিন হোন্ডা নিয়ে বের হয়ে পড়ে। আজ একুশে ফেব্রুয়ারি, ছুটির দিন। ভোরেই বের হয়েছিল ও। সারাদিন হোন্ডা চালিয়েছে। বেশ ভালোই আয় হয়েছে। প্রায় এক ঘণ্টা আগে বইমেলার যাত্রী নিয়ে এসেছিল টিএসসি এলাকায়। যাত্রীকে নামিয়ে দিয়ে হোন্ডা পার্ক করে অপেক্ষায় আছে ও আজকের শেষ যাত্রীর জন্য। রামপুরার যাত্রী প্রয়োজন। রামপুরার যাত্রী পেলে যাত্রী নামিয়ে দিয়েই বাসায় চলে যাবে। সারাদিন বেশ ধকল গিয়েছে। আয়ও বেশ ভালো হয়েছে। এখন দিনের

শেষ যাত্রীর অপেক্ষায় বসে আছে ও। কিন্তু রামপুরার কোনো যাত্রী পাচ্ছে না ও। শেষটা কি ভালো হবে না। কথায় বলে শেষ ভালো যার সব ভালো তার। এখন রামপুরার যাত্রী না পেলে আবার কোনদিকে যেতে হয় কে জানে? নাকি যাত্রী ছাড়াই আজ বাসায় ফিরতে হবে।

হোন্ডায় বসে আছে বারেক। চারদিকে তাকাচ্ছে। পথচারীদের সাথে আই কন্টাক্ট করবার চেষ্টা করছে। কিন্তু কাজ হচ্ছে না। ওর আশেপাশের হোন্ডাগুলো একে একে যাত্রী নিয়ে চলে যাচ্ছে। কিন্তু ও যাত্রী পাচ্ছে না। বইমেলা শেষ হয়ে গেছে। সবাই ফিরছে যার যার আপন ঠিকানায়। ও বসে আছে। বারেকের মনে হলো ও যুগের পর যুগ এখানে এই টিএসসি চত্বরেই বসে আছে। ঘড়ির দিকে তাকাল। দশটা বাজতে চলেছে। হতাশা ফুটে উঠতে শুরু করল ওর চোখে-মুখে। ভাবল বোধহয় আর যাত্রী মিলবে না। খালিই ফিরতে হবে। মনটা খারাপ হতে শুরু করল ওর। এমন সময় মনে হলে কে যেন ওর হোন্ডার পিছনের সিটে উঠে বসেছে। মাথা ঘুরিয়ে পিছনের দিকে তাকাল ও।

হালকা নীল পাঞ্জাবি পরা এক তরুণ। বেশ সুন্দর দেখতে ছেলেটি। হালকা-পাতলা গড়নের। ছেলেটিকে দেখেই মুগ্ধ হয়ে গেল ও। মনে হলো ওর যেন সারাদিনের সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়ে গেল এক মুহূর্তেই।

'চলুন।'

বেশ মিষ্টি গলা ছেলেটির। ছেলেটি কোনো দরদাম করেনি। কোথায় যাবে তাও বলেনি। শুধু বলল চলুন। কোথায় যাবে ও। তাছাড়া ভাড়াও তো ঠিক করতে হবে। তারপর যাওয়া।

'কোথায় যাব?'

'যেখানে আপনি থাকেন।'

নিজের অজান্তেই বলে উঠল বারেক,

'রামপুরা?'

'জি।'

রামপুরার কথা শুনে মনটা আবারও খুশিতে ভরে উঠল। ভাবল যাক দিনটা তাহলে ভালোই গিয়েছে। মাথায় হেলমেট পরে হোন্ডা স্টার্ট দিতে গিয়েও দিল না ও। আবারও পেছন ফিরে তাকাল। ছেলেটি ওর দিকে মুচকি হেসে তাকিয়ে আছে। ছেলেটির হালকা সিলকি বাবরি চুল যেন বাতাে উড়ছে। গায়ে হালকা আকাশি রঙের নীল শর্ট পাঞ্জাবি। কাঁধে একটা ব্যাগও দেখতে পেল। সাদা জিন্সের প্যান্ট পায়ে স্যান্ডেল। ছেলেটির উপর থেকে নিচ পর্যন্ত তাকিয়ে আবারও ওর দিকে তাকাল।

'কী দেখছেন অমন করে। তাড়াতাড়ি চলুন।'

'রামপুরার ভাড়া জানেন? দরদাম করতে হবে?'

'কোনো অসুবিধা নেই। আপনি চলুন।'

বেশ ভালো। তাহলে হেলমেট পরে নিন।'

'লাগবে না।'

'হেলমেট না পরলে পুলিশ আটকাতে পারে।'

'পুলিশ যখন আটকাবে এমনিই আটকাবে। শুধু হেলমেটের জন্য আটকাবেনা।'

ছেলেটি ঠিকই বলেছে। পুলিশ আটকাবে। পঞ্চাশ বা একশ টাকা নিয়ে ছেড়ে দেবে। টিকিট বা জরিমানা করবে না। চেষ্টা করবে টাকা নিতে। শুধুমাত্র টাকা না দিলে বা বাধ্য হয়েই পুলিশ টিকিট দেয় বা জরিমানা করে। কিন্তু পুলিশের প্রথম উদ্দেশ্যই থাকে টাকা খাওয়ার। শুধু পুলিশ কেন, সবারই একই ধান্দা থাকে। কী করে অন্যের সাথে চিটিং বাটপারী করে দশটা টাকা বেশি নিজের পকেটে ভরে নেয় এই চেষ্টা এখন সবার মাঝেই।

'কী ভাবছেন? পুলিশ ধরবে?'

'ধরতেও পারে। বলা তো যায় না।'

'পুলিশ ধরলে আপনার যাতে ক্ষতি না হয় সেদিকটা আমি দেখব। আমি আমার অপরাধ স্বীকার করে নেব। আর যদি জরিমানা করে সেটাও আমি দিয়ে দেব। আপনি নিশ্চিন্তে চলুন। আপনাকে বিপদে ফেলব না।'

এটাই আজকের শেষ ট্রিপ। শেষ ট্রিপ নিয়ে কোনো বিপদে পড়তে চায়না বারেক। নিরাপদে বাড়ি ফিরতে পারলেই হলো। কিন্তু চেনা নেই জানা নেই হুট করেই ছেলেটি ওর হোন্ডার পিছনে উঠে বসেছে। কোনো দরদাম করেনি। তাছাড়াও ও যে রামপুরা থাকে ছেলেটি জানল কীভাবে? ছেলেটি কি আগে ওর হোন্ডায় চড়েছিল? ওর সাথে কি কোনো কথা হয়েছিল? ছেলেটি কি ওকে চেনে? নানা চিন্তা বারেকের মাথার ভিতরে ঘুরপাক খেতে লাগল। ছেলেটির দিকে আরও ভালো করে তাকাল ও। আঠারো-উনিশ বছরের এই রকম একটা ছেলের সাথে পরিচয় হলে বারেকের নিশ্চয় মনে থাকত। ছেলেটিকে কখনো দেখেছে বলে মনে হলো না। অথচ ছেলেটি ওর সম্পর্কে জানে।

'এখনও ভাবছেন। যাবেন না? আপনার পরিবার আপনার জন্য অপেক্ষা করে আছে।'

অগত্য হোন্ডা স্টার্ট দিয়ে শাহবাগের দিকে রওনা হলো। ছেলেটি হেলমেট পরলই না। মিররে ছেলেটিকে দেখার চেষ্টা করল ও। ছেলেটি

দুহাত দুদিকে ছড়িয়ে চোখ বোজে আছে। মাথার কাঁধ ছুঁইছুঁই করা লম্বা বাবরি চুলগুলো হাওয়ায় উড়ছে। বেশ ভালো লাগায় ভরে উঠল বারেকের মন। সামনের দিকে তাকাল ও। ভাবল হেলমেটের জন্য না আবার পুলিশ গাড়ি থামায়। বারেক গাড়ি চালাচ্ছে ঠিকই। কিন্তু মাথার ভিতরে পেছনে বসা ছেলেটিকে নিয়ে ভাবছে ও। ইচ্ছে হলো গাড়ি থামায়। আবারও ছেলেটিকে বলে মাথায় হেলমেট পরে নেওয়ার জন্য। কখন কোনো দর্ঘটনা ঘটে কে জানে। কিন্তু কিছু বলল না।

টিএসসি চত্বরে সিকিউরিটির দায়িত্বে আছেন পুলিশের সাব ইন্সপেক্টর মিজান। সিসি ক্যামেরার ভিডিও ফুটেজের দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি। বারেকের হোন্ডার পিছনে একটি ছেলেকে নিয়ে হোন্ডাটা এইমাত্র শাহবাগের দিকে চলে গেল। যেতে যেতই ছেলেটি সিসি ফুটেজের দিকে তাকাল। এসআই মিজানের চোখ আটকে গেল ছেলেটির উপর। ভুরু কুঁচকে উঠতে শুরু করল ওর। মনে হলো ছেলেটি যেন ওর দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসি দিয়ে চলে গেল। খুব দ্রুত ফুটেজটি দেখতে লাগলেন এসআই মিজান। এক সময় ওর চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠল। দ্রুত কোমরে ঝোলানো ওয়াকিটকি বের করে বারেকের হোন্ডার প্লেট নম্বর দিয়ে ওটাকে অনুসরণ করার জন্য নির্দেশনা দিলেন। মিজানের ম্যাসেজ পেয়ে সাথে সাথেই সারা শহরের পুলিশ তৎপর হয়ে উঠল। ফুটেজটা পাঠিয়ে দিলেন পুলিশ হেড অফিস সহ সকল গোয়েন্দা নিরাপত্তা বাহিনীর কাছে। রু মুহূর্তেই সচল হয়ে উঠল ডিজিএফআই, ডিবি, পিবিআই, সিআইডি, র‍্যাব সহ সকল ইন্টেলিজেন্স আর সিকিউরিটি এজেন্সি।

হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের সামনে দিয়ে ছুটছে বারেকের হোন্ডা। রাস্তায় ট্রাফিক নেই। কিছুক্ষণের মধ্যেই উঠে পড়ল মৌচাক মালিবাগ ফ্লাইওভারের উপর। ফ্লাইওভারে উঠেই বারেকের মনে হলো ফ্লাইওভারটায় আজ বেশ শুনসান নীরবতা বিরাজ করছে। সাধারণত এ রকম থাকে না। বিশেষ করে ঠিক এই সময়ে। আশেপাশে কোনো গাড়ি নেই। সামনেও নেই পিছনেও নেই। বেশ অবাক হলো ও। চলে এলো রামপুরার দিকে টার্ন করার পয়েন্টে। পয়েন্টে আসতেই বারেকের পিঠে হাত রাখল ছেলেটি। ছেলেটির হাতের ইশারায় টার্নিং পয়েন্টের ঠিক মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল হোন্ডাটি। পেছন ফিরে তাকাল ও। দেখল ছেলেটি হোন্ডা থেকে নেমে রাস্তার উপর দাঁড়িয়েছে। আর সাথে সাথেই পুরো এলাকার বিদ্যুৎ চলে গেল। ঘুটঘুটে অন্ধকারে ছেয়ে গেল পুরো এলাকা। কেন জানি ভয়ে

বারেকের বুকটা দুরুদুরু করে উঠতে লাগল। ছেলেটির ওর দিকে কোনো নজর নেই। তাকিয়ে আছে মগবাজারের দিকে। বেশি দেরি করতে হলো না। মগবাজারের দিক থেকে অনেকগুলো সাইরেনের আওয়াজ ভেসে আসতে শুরু করল। একই সময়ে শান্তিনগরের দিক থেকেও সাইরেনের আওয়াজ শুনতে পেল বারেক। মনে হলো মহাবিপদ ছুটে আসছে ওদেরকে লক্ষ করে। বিপদের আশঙ্কায় ঘেমে উঠল বারেক। কিন্তু বিপদটা কীসের বুঝতে পারছে না ও। ফ্লাইওভারে শুনসান নীরবতা, বিদ্যুৎ চলে যাওয়া আর চারদিক থেকে সাইরেনের আওয়াজ। নিশ্চয় কিছু একটা অঘটন ঘটতে চলেছে।

হঠাৎ করেই অন্ধকার আকাশে জ্বলজ্বল করে জ্বলে উঠল রাতের চাঁদ। মনে হচ্ছে চাঁদটা যেন আজ পৃথিবীর খুব কাছে এসে হঠাৎ করেই জ্বলে উঠেছে। চাঁদের আলোয় ছেলেটির দিকে তাকাল। পরিষ্কার দেখল মুচকি হাসি দিয়ে ওর দিকেই তাকিয়ে আছে ছেলেটি। কাঁধে ঝুলে থাকা ব্যাগে হাত দিয়ে কিছু একটা বের করে ওর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে ছেলেটি বলল—

'এটা নিন। ধরুন। এটা নিয়ে দ্রুত এখান থেকে চলে যান।'

বারেক হোন্ডা চালিয়ে সংসার চালায়। এটা ওর ব্যবসা। ভাবল ছেলেটি হয়ত ওর ভাড়া দেবে। হাত বাড়িয়ে ছেলেটির বাড়িয়ে দেওয়া হাত থেকে জিনিসটা ধরতেই মনে হলো টাকার বান্ডিল। নাকি কাগজ? কিছুটা বিভ্রান্ত হয়ে গেল ও। ওদিকে সাইরেনের আওয়াজ ঘনিয়ে আসছে। কিন্তু ছেলেটির যেন কোনো কিছুতেই যেন কিছু যায় আসে না। খুবই স্বাভাবিক ভাবেই ওর সাথে কথা বলছে। কিন্তু গলার স্বরে পরিবর্তন লক্ষ করল ও। বেশ ভারী আর গুরুগম্ভীর গলা শুনতে পেল ও। ছেলেটির গলার গুরুগম্ভীর আওয়াজ শুনে ভয় ধরে গেল ওর। হালকা-পাতলা আঠারো-উনিশ বছরের ছেলের গলা দিয়ে এমন হীম শীতল আওয়াজ বের হতে পারে ভাবতে পারেনি ও। রীতিমতো কাঁপতে শুরু করল ও। কী করবে ভেবে পেল না ও। টাকার বান্ডিলটা পকেটে ঢুকাবে, না কী করবে এই নিয়ে দ্বিধায় পড়ে গেল। ভাড়া মাত্র একশ থেকে দেড়শ টাকা। ছেলেটি দিয়েছে বান্ডিল। এটা কি টাকা না কাগজ। দেখবে? নাকি চলে যাবে। মনে মনে ভাবল টাকার গোষ্ঠীমারি। জীবন বাঁচানো ফরজ। অঘটন কিছু একটা ঘটবে এখানে। তাড়াতাড়ি এখান থেকে চলে যাওয়ার তাগিদ অনুভব করল ও। এমন সময় ছেলেটি আবারও বলল—

'বারেক ভাই, এখান থেকে জলদি চলে যান। তা না হলে আপনি বিপদে পড়বেন। জলদি যান।'

এমন সময় মগবাজার আর শান্তিনগরের দিক থেকে আলো জ্বলে উঠল অনেকগুলো। দ্রুতগতিতে অনেকগুলো গাড়িকে ধেয়ে আসতে দেখল ও। বিপদ টের পেল ও। আর দেরি করল না। হোন্ডা স্টার্ট দিয়েই মালিবাগের দিকে হারিয়ে গেল ও।

চাঁদনি রাত। পরনে সাদা জিন্সের প্যান্ট, গায়ে শর্ট আকাশি রঙের পাঞ্জাবি কাঁধে ব্যাগ। পায়ে বাদামি রঙের চামড়ার স্যান্ডেল। ফ্লাইওভারের তিন মাথার মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে আঠারো-উনিশ বছরের একটি ছেলে। বিশাল চাঁদের দিকে তাকিয়ে আছে মুগ্ধ চোখে। ওর কাঁধ ছাড়িয়ে যাওয়া লম্বা বাবরি চুল বাতাসে উড়ছে। একে একে অনেকগুলো গাড়ি এসে ঘিরে ফেলল ছেলেটিকে। মাইকে ঘোষণা এল কাঁধের ব্যাগ ফেলে দিয়ে হাত সামনের দিকে সোজা করে মাটিতে শুয়ে পড়ার জন্য। চাঁদের দিক থেকে চোখ নামিয়ে গাড়িগুলোর দিকে তাকাল ও। মনে হলো শত শত বন্দুক ওর দিকে নিশানা করে আছে। নির্দেশ পাওয়া মাত্রই ছেলেটিকে গুলিতে গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেবে সবাই। নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে আছে সবাই। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর অবস্থা দেখে ছেলেটির বেশ হাসি পেল। কিন্তু সেটা ঠোঁটের উপর ফুটতে দিল না। নির্দেশমতো ছেলেটি ব্যাগ রাস্তায় রেখে হাত সোজা করে মাটিতে শুয়ে পড়ল। বন্দুক-পিস্তল হাতে সতর্ক পায়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে ছেলেটিকে মাটির সাথে চেপে ধরল চার-পাঁচজন। হাতকড়া আর কালো কাপড় দিয়ে শক্ত করে ওর চোখ দুটো বেঁধে ফেলল। ওকে নিয়ে দ্রুত উঠে পড়ল একটা গাড়িতে। তারপর যেভাবে দ্রুত এসেছিল, তেমনি দ্রুত নীরবেই ওকে নিয়ে অন্ধকারেই হারিয়ে গেল।

আবুল হোটেলের কাছে এসেই ব্রেক কষে হোন্ডা দাঁড় করিয়ে ফেলেছিল বারেক। হঠাৎই মনে হয়েছিল ছেলেটি ওর নাম ধরে ডেকেছে। বারেক ভাই নামে সম্বোধন করেছে!

বারেক ভাই!

বারেক ভাই।

ছেলেটি কি ওকে চেনে। না চিনলে ওকে নাম ধরে ডাকবে কীভাবে। নিশ্চয় চেনে। পকেট থেকে বান্ডিলটা বের করল ও। ভালো করে বান্ডিলের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল ও। সব এক হাজার টাকার নোট। এত টাকা! এটা কি আসল, নাকি নকল? ছেলেটি কোনো স্মাগলার নয় তো! তা না হলে এতটাকা দেবে কেন ওকে। ছেলেটি কি কোনো অপরাধের সাথে জড়িত? দেখে তো মনে হলো না বারেকের। ছেলেটিকে দেখে মনে হয়েছিল কোনো

দেবশিশু। চেহারার দিকে তাকালেই যেন প্রাণ জুড়িয়ে যায়। নিজের কাছে নিজেকে ছোট মনে হলো ওর। বিপদের মাঝে ছেলেটিকে রেখে পালিয়ে এসেছে কাপুরুষের মতো। হোন্ডা থেকে নেমে পড়ল ও। রাস্তার পাশে হোন্ডাটা দাঁড় করিয়ে রেখে রাতের আলো-আঁধারিতে নিজেকে লুকিয়ে ধীরে ধীরে ফ্লাইওভারের দিকে উঠতে শুরু করল ও। কাছে এসেই মাটিতে শুয়ে পড়ল ও। দেখল আইন-শৃংখলা বাহিনীর লোকজন ছেলেটিকে হাত ও চোখ-মুখ বেঁধে গাড়িয়ে উঠিয়ে নিয়ে চলে গেল।

সিরাজ। পুলিশের খাতায় সাইকো সিরাজ নামেই সর্বাধিক পরিচিত। একাধিক ধর্ষণ ও হত্যার মামলা রয়েছে ওর বিরুদ্ধে। ধর্ষণের পর হত্যা করাই ওর নেশা। পুলিশ হন্যে হয়ে খুঁজছে ওকে। পঞ্চাশ লাখ টাকা ঘোষণা করা হয়েছে ওকে ধরার জন্য। জীবিত অথবা মৃত। কিন্তু আইনের বিভিন্ন ফাঁকফোকর দিয়ে ও এখনও লাপাত্তা হয়ে আছে। সিরাজ এক কথায় সুদর্শন এক পুরুষ। যাকে এক দেখায় যেকোনো নারী প্রেমে পড়তে বাধ্য। রূপ আর সৌন্দর্যই তার ফাঁদ। আর সেই ফাঁদে পড়ে অনেক নারীই হয়েছে সর্বশান্ত। শুধু অর্থ-সম্পত্তি নয়, খুইয়েছেন নিজের জীবনটাও। সিরাজ, এমনই এক সিরিয়াল কিলার যার রূপের মোহে অনেক নারী তার সঙ্গে মিশেছে। তবে সিরাজ মানুষের মুখোশ পরা এক পশু। প্রেমের ফাঁদে বা বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে তাদেরকে গোপনে নিয়ে এসে প্রথমে ধর্ষণ এবং পরে হত্যা করে নির্মমভাবে। কখনো কখনো হত্যার পর তাদের কিছু অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেটে খেয়েছেও এই বীভৎস ভয়ংকর খুনি সিরাজ।

কথিত আছে যে, গত দশ বছরে তেরো জনেরও বেশি নারীকে ধর্ষণ ও হত্যা করেছে এই সিরিয়াল কিলার। প্রায় ছয় ফুট লম্বা এই সিরিয়াল কিলার। সেই সঙ্গে ঢেউ খেলানো বাদামি চুল, অদ্ভুত সুন্দর নীল চোখ তার ব্যক্তিত্বে এক অনন্য মাত্রা যোগ করেছে। তবে এই নীল নয়ন তার আসল চোখ নয়। নীল রঙের কন্টাক্ট লেন্স লাগিয়ে সিরাজ তার নিজেকে অনন্য হিসেবে নারীর কাছে তুলে ধরতে সমর্থ হয়েছে। তার মতো একজন নীল নয়না সুদর্শন সুপুরুষকে ফিরিয়ে দেওয়াটা মেয়েদের জন্য বেশ কষ্টকর। আর এ সুযোগই কাজে লাগায় সিরাজ। নিজের ব্যক্তিত্বকে কাজে লাগিয়ে নারীদের নিজের শিকারে পরিণত করে ও। কোনো তরুণীকে পছন্দ হলেই অনুসরণ করতে থাকে ও। ধীরে ধীরে জেনে নেয় তার সবকিছু। তারপর সুযোগ বুঝে তার সামনে সুদর্শন এক পুরুষের বেশে হাজির হয় ও। শুরু হয় আলাপ পরিচয় এবং পরে প্রণয়। বিভিন্ন ধরনের সহযোগিতার হাত